# কারাবন্দি গণতন্ত্র

## মাসুদা ভাট্টি

পাকিস্তানের বর্তমান উথাল-পাথাল সশস্ত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হচ্ছিল এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের সঙ্গে। যতদূর জানি পাকিস্তানের বর্তমান শাসকশ্রেণীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বেশ উঁচুপর্যায়ে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি আশাবাদী নন, স্পষ্টতই বললেন এবং তার পরের বাক্যেই বললেন, পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশ কি কোনও শিক্ষাই নেবে না?

: পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের কি শিক্ষা নেয়ার আছে? যে নিজেই দেউলিয়া সে অন্যকে কী দেবে?

: না না, সেটা সত্যি কিন্তু পাকিস্তান বর্তমানে যে ভয়াবহ হুমকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতো আর একদিনে তৈরি হয়নি, আর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনও বিভাগ পরবর্তী পাকিস্তানের ছায়াবলম্বন মাত্র। কিন্তু ধীরে-ধীরে পাকিস্তান নামের অবয়বটির পাশ থেকে যে ছায়াটি সরে গেছে তা বোঝার জন্য তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরেট করার প্রয়োজন হয় না, আর ছায়া ছাড়া অবয়বতো ভুত, যার কোনও অস্তিত্বই নেই। বাংলাদেশও যদি পাকিস্তানকে এভাবে অনুসরণ করে তাহলে নির্ঘাত তারও ছায়া হারিয়ে যাবে, ছায়াহীন কায়া অর্থাৎ বাংলাদেশও ভুত হওয়ার পথে।

একজন পাকিস্তানির কাছ থেকে বাংলাদেশ নিয়ে ছবক নেয়ার ইচ্ছে ছিল না, তাই কথা সংক্ষিপ্ত করার জন্যই বললাম, পাকিস্তান সৃষ্টিই হয়েছিল ভেঙে যাওয়ার জন্য, যে পরিণতি জানা ছিল, তা নিয়ে দুঃখ কেন?

: নাহ্ দুঃখ নেই কোনও, পতন হয় নতুন করে ওঠার জন্য, হয়ত এরমধ্যে কোনও মঙ্গল লুকিয়ে আছে। কিন্তু বাংলাদেশ কেন এই পতনকেই অনুসরণ করছে? আমার কী মনে হয় জানো?

: কী?

: বাঙালি জাতি এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, একদল মাস্টার মাঝে মাঝে এসে তাদের শাসন করে, বেদম বেঁত মেরে কোমর ভেঙে দেয়, আর তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, দাঁড়ানোর চেষ্টা করে অনেক কিন্তু কোমর ভাঙা মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়াতে যে তাগিদ প্রয়োজন, তা বাঙালি অর্জন করে ওঠার আগেই আবার নতুন মাস্টার এসে হাজির হয়।

এ আর ওয়াই টেলিভিশনের সংবাদ বিভাগের অন্যতম প্রধানের এই শেষ মন্তব্যটি নিয়ে ভাবছি এবং পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্যই আজকে লিখতে বসেছি। এই যে বর্তমানে যে কর্মকাণ্ড চলছে আমাদের দেশে তা তো নিতান্তই প্রাইমারি লেভেলের কর্মকাণ্ড। নইলে যারা আজকে আমাদের কাছে কেজি-দরে গণতন্ত্রের ফেরি করছেন তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেঁত হাতে নেয়া মাস্টার মশাই ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় কি? তবে আমার মনে হয়, তারা আসলে মাস্টারমশাই (শিক্ষক) হয়ে শুরু করেন বটে কিন্তু অচিরেই তারা হয়ে ওঠেন মাস্টার (প্রভু), বাঙালিকে তখন ন্যুয়ে পড়তে বাধ্য করেন না তারা শাসন দণ্ড চালিয়ে। আর এ কারণেই কখনও বাঙালি প্রাথমিক স্তর থেকে পাস করে গণতন্ত্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পৌঁছুতে পারে না; এ কারণেই একজন পাকিস্তানি, গণতন্ত্র বিষয়ে যার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার শূন্যেরও নিচে, তিনিও বুঝতে পারেন, বাংলাদেশ পাকিস্তানকে অহরহ অনুসরণ করে আসলে গণতন্ত্রের গোরস্থানের পথেই হাঁটছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডটি ঘটল এবং এর মাধ্যমে যারা ক্ষমতা দখল করল, তারা ধুয়া তুলল যে, বাংলাদেশ দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছিল, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছিল ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু জরুরি অবস্থা, সামরিক আইন, অধ্যাদেশ আর অর্থ বিলিয়ে রাজনীতিবিদ কিনে ক্যান্টনমেন্টের নিরাপদ ঘেরাটোপে যে রাজনীতির জন্ম হল বাংলাদেশে তাকে আর যাই-ই বলা হোক না কেন বহুদলীয় গণতন্ত্র বলা যাবে কি? নাকের বদলে আমরা নরুন পেলাম, কিন্তু সেই নরুনও অচিরেই তলোয়ার হয়ে নতুন খুনোখুনি শুরু করে দিল।
বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো বড় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সবই ঘটেছে সেনা হস্তক্ষেপে। এ কথা আমরা যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি না কেন, সত্য তাতে মিথ্যে হবে না। বরং এই লুকোচুরির মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি ছলচাতুরির এক ভয়ঙ্কর জাতীয় চরিত্র, জাতির বিবেকও যে ছলচাতুরির কাছে নিজেদের বন্ধক দিয়ে বসে আছেন। অবশ্যই এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জীবন রক্ষার জন্য, কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে শামুক কিংবা আরও নিচু স্তরের জীবের বেঁচে থাকার কী বা পার্থক্য?
আমরা বারবারই দেখতে পাচ্ছি যে, গণতন্ত্রকে বিপণ্ন করা হচ্ছে জরুরি অবস্থা জারি করে, অধ্যাদেশের মাধ্যমে কিংবা সর্বশেষ সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে। বারবারই অজুহাত, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ চালাতে অক্ষম; তারা দুর্নীতিবাজ। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যর্থতাকে সফল করতে নতুন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেন সুযোগ পাচ্ছে না? কেন প্রশ্ন করলেই অন্যায় অজুহাতে কারাবন্দি করা হবে গণতন্ত্রকে? কেন মেপে দেয়া হবে বাঁচার অধিকার? কেন বাঙালি জাতিকে এভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবেই যুগ যুগ ধরে থাকতে হচ্ছে? দেশকে কমবেশি সবাই ভালোবাসে, যদি উর্দি পরিধানেই যে দেশপ্রেম সাধারণ্যের চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে পাকিস্তানে তো ৩৫ বছরেরও বেশি উর্দি শাসন চলল, কই দেশটার হাল হকিকত তো দেশপ্রেমের কোন সাক্ষ্য দেয় না। বরং আজকে পাকিস্তান যখন ভাঙছে, তখন সম্রাট নীরোর মত অনেক উর্দিওয়ালাই বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস বাঙালি জাতিকে যদি প্রাইমারি পাসের সুযোগটা মাস্টার-মশাইরা দিতেন তাহলে হয়ত বাঙালিও বুঝতে পারত, পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া সত্যটা। গাছেরটা খেয়ে তলারটাও কুড়োনো যখন শেষ হয় তখন গাছের শেকড় উপড়ে ফেলার এই বাস্তবতা আমরা এত বছরেও ধরতে পারিনি। এর অবসান হওয়াটা সত্যি-সত্যিই জরুরি।
গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি আমরা বহু শুনেছি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিমপাতাও বাঙালিকে কম গিলতে হয়নি। ৩৫ বছর বয়সী দেশটার গোটা কুড়ি বছরই কেটেছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সেনাশাসনে, আর বাকি পনের বছরের বেশিরভাগই পরোক্ষ সেনা সমর্থনে– তাহলে আজকে দেশটির এই দুরবস্থার জন্য গণতন্ত্র কতটুকু দায়ী, কেউ কি বলবেন সে কথা? তাহলে কেন আজকের এই দূরবস্থার দায় গণতান্ত্রিক রাজনীতি নেবে? অথচ দায় চাপানো হচ্ছে; মিথ্যে অন্যায় ও অসুস্থ অজুহাতে গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে জেলে পোরা হচ্ছে। কে জানে, হয়ত আবারও নতুন করে গণতন্ত্র হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে– বলুন তো ভয়টা কি অমূলক?

লন্ডন ৩০ জুলাই, সোমবার, ২০০৭।

masudabhati@hotmail.com